কাঙ্গালের ধন।

NOT TO BE LENT OUT

ধনীর নিকটে কাঙ্গাল হয় অতি হেয়।
কাঙ্গাল কাঙ্গালে হয় মনের প্রণয়॥
কাঙ্গালের ভাগ্যে যদি ধন কভু হয়।
চুরিকরি আনিয়াছে ধনী সদা কয়॥
এ ধন সে ধন নহে যাতে হিংসা হয়।
এ ধন লভিলে হয় ধর্ম্মের আশ্রয়॥

শ্রীমতী ভবতারা দাসীর দ্বারা
প্রকাশিত।

সন ১৩২৭ সাল।

মূল্য ।৹

পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম্মঃ পিতাহি পরমন্তপঃ।
পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্ব্বদেবতা॥

* বাবা! আপনি কি ভাবে কোথায় আছেন তা জানিনা। আপনার সুকর্ম্মফলে আপনি যে স্বর্গরাজ্যে বাস করিতেছেন, ইহা আমার দৃঢ় বিশ্বাস। কারণ আপনি যে কতলোকের (কি স্বজাতীয় কি অন্যজাতীয়) অন্নের সংস্থান করিয়া দিয়াছিলেন, কত লোককে কষ্টদায় হইতে উদ্ধার করিয়াছিলেন, তাহা এ দাস শুনিয়াছে ও স্বচক্ষে দেখিয়াছে। এ দাসের নিতান্ত অদৃষ্ট মন্দ তাই আপনার চরণ সেবা করিয়া জীবন সার্থক করিতে পারে নাই। এ দাস আপনাকে উদ্দেশে শত সহস্রবার প্রণাম করিতেছে। আপনি আপনার সংসার ক্ষেত্রে যতগুলি গাছ বসাইয়া গিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে কেবল দুটী মাত্র গাছ এখনও বেঁচে আছে, বাকি প্রায় সবগুলি অকালে মারা গিয়াছে। গাছ গুলির দুর্ভাগ্য বশতঃ কোন গাছের ফল পরীক্ষা করিয়া যান নাই। এতদিন পরে ঐ বাকি দুটী শুক্‌নো গাছে পাতা গজাইয়া ফল ধরিয়াছে। সে ফলটী আর কিছুই নহে, "কাঙ্গালের ধন"; তাহা আপনার চরণে

---

* নাম ৺রাজকৃষ্ণ হালদার, জাতি তন্তুবায়, নিবাস ৬১ নং পাথুরিয়াঘাটা ষ্ট্রীট কলিকাতা। ইনি ডেথের সহিত ডাইরেক্টর জেনেরল পোষ্টআফিসে কার্য্য করিয়া গিয়াছেন, ইহা যে কি জিনিষ ইনি তাহা দেখাইয়া গিয়াছেন।

উৎসর্গ করিতেছি। ঐ ফলটী জনসাধারণের মুখে ভাল লাগিবে কি না জানিনা, যদি শ্রীহরির কৃপায় ও আপনার আশীর্ব্বাদে দুই একজনের মুখে ভাল লাগে, তাহা হইলে এ দাসের পরিশ্রম সার্থক হইবে। ইতি তাং ২০ শে চৈত্র, ১৩২৬ সাল।

সেবক—

আপনার হতভাগ্য চতুর্থ পুত্র।

প্রিয়তমে!

আমি জীবনে তোমাকে কখনও কিছুদিয়া সুখী করিতে পারি নাই। কেবল তাড়না ও অসুখী করিয়াছি। আমার হৃদয়ে যে ধন লুকান ছিল, তাহার একখানি ফটো তোমাকে দিতেছি। যদি তোমার ভাল লাগে তুমি মুদ্রিত করিয়া জন সাধারণের কর কমলে অর্পন করিবে। কিন্তু ঐ ফটোর কোনস্থানে আমার নামটী প্রকাশ করিও না। আর ইহা হইতে যা আয় হইবে, গরীব দুঃখীকে দান করিবে। সাবধান সত্য হারাইও না।

হতভাগ্য স্বামী।

ঘরে মেয়ের বিবাহ দিলেও মেয়ের কষ্ট দেখা যায়, তখন ধনীর ঘরে মেয়ে ফেল্‌বে এ আশার আবশ্যক কি? মেয়ের যদি সমস্ত ভাল গুণ থাকে, তাহা হইলে তাহার গহনার আবশ্যক কি? দোষ ঢাকিবার ও ঢাঁক জানাবার জন্য গহণার আবশ্যক। ভগ্নিগণ! এইবার ভেবে দেখ. মেয়ের গুণ থাকলে, মেয়ের বিয়ের ভাবনা থাকে কি না, এইবার গরীব ভগ্নির কথাটি রাখিয়া জগৎ আলোকিত কর। আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হউক। ইতি

তারিখ ৩০ শে চৈত্র, সন ১৩২৬ সাল।

কাঙ্গাল দাসের—সেবিকা

শ্রীমতী ভবতারা দাসী।

কাঙ্গালে কাঙ্গালের ধন ধন্য করতে জানে। ধনীর নিকট কাঙ্গালের ধন চোখের বিষ। তাই আমার ভয় হচ্ছে।

তাঁহাদিগকে শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিতাম। * কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, ভগবানের চক্রে তাঁহারা ও আমার আরও ৭।৮ ভাই বোন আমাকে সকলে ফাঁকি দিয়া চলিয়া গেলেন। এখন ভ্রাতার মধ্যে "আমি" (পিতার এক কুলাঙ্গার পুত্র) বর্ত্তমান আছি। আমার যখন জ্ঞান হইল সংসার ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলাম, তখন আমার মনে মনে এই আপশোষ হইতে লাগিল যে, হায়! হায়! এ জনমে শ্রদ্ধা ভক্তির জীয়ন্ত প্রতিমূর্ত্তি পিতা মাতার সেবা করিতে পারিলাম না, নিশ্চয় আমার জীবন বৃথা যাইবে। সেই অবধি আমার "ভক্তি শ্রদ্ধার" উপর অধিক ঝোঁক চাপিল। সেই ঝোঁক মনে মনে হরিপাদপদ্মে ও কলিকাতার নিমতলা ঘাটের মা আনন্দময়ীর পাদপদ্মে চাপাইয়া সংসার খেলা খেলিতে আরম্ভ করিলাম। আমার বাল্য-কাল হইতে বিশ্বাস আছে যে পাপের অনুতাপই পাপের মুক্তি। এই সাহসে নির্ভর করিয়া আমি মহামহিম পাঠক ও পাঠিকাগণকে সবিনয়ে জানাইতেছি যে আমি একজন পাষণ্ড। জগতে হেন কুকার্য্য নাই, যাহা আমি করি নাই। আমি যৌবনাবস্থায় সুরাপ্রিয়, বেশ্যাসক্ত, গোঁয়ার,

---

* অদ্যাবধি অনেকে জানেন নেপালচন্দ্র হালদার এই কাঙ্গালের সহোদর ভাই।

নাই। যেখানে "আমি" শব্দ যুক্ত হয় (অর্থাৎ আমিত্ব ভাব) সেখানে মূর্খতা এবং আত্ম গরিমা প্রকাশ ভিন্ন আর কিছুই নহে।

প্রথম—যখন আমি পাপ ক্ষেত্রে বিচরণ করিতেছি, সেই সময়ে হটাৎ একদিন আমার জ্বর হইয়াছিল। সেই দিন উপবাস দিয়া আফিস যাই। যখন আফিস থেকে ফিরে আসি, সন্ধ্যা হয় হয়। এমন সময়ে দেখি, আমার বাটীর প্রায় সম্মুখে গলির মোড়ে (পূর্ব্বে বৈদ্যপাড়াগলি বলিয়া খ্যাত এখন পাথুরিয়া ঘাট বাইলেন) ভয়ানক ভিড় এবং ঐ গলির মোড়ের বাটীর লোক সকল ও রাস্তার অন্যান্য লোক ও একজন পাহারওয়ালা একটা লোককে তাড়না করিতেছে ও গালাগালি দিতেছে। নিকটে যাইয়া ঐলোকটীর অবস্থা দেখিয়া ভগবানকে মনে পড়িল মনে মনে কহিতে লাগিলাম হায়! হায়! এমন অবস্থাতে ও লোকের প্রতি অত্যাচার করিতে হয়। (ঐ লোকটী একটী মৃতদেহ মাদুরে জড়াইয়া দড়ি বাঁধিয়া নিমতলাঘাটে সৎকারের জন্য লইয়া আসিয়াছিল) একে সে নিজে কালা তাহার উপর তার লোক বল নাই ও অর্থ হীন। তাই আমি আর থাকিতে পারিলাম না, জ্বরের অসুস্থাবস্থায় আমি আমার বাটীর ভাড়াটে "বরদা ময়রাকে" কহিলাম

বন্ধুর (শ্রীমহাদেব বসু ও শ্রীরাজেন্দ্রলাল মুখোপাধ্যায়) এক সঙ্গে ডবল নিউমোনিয়া হয়। দিল্লির প্রসিদ্ধ ডাক্তার সান্যাল মহাশয় উহাদিগকে দেখিতে ছিলেন। উভয়ের আর্থিক অবস্থা ভাল ছিল না। জ্যোতিন্দ্র নাথ গুপ্ত বলিয়া আমার একটী বন্ধু ঐ রাজেন্দ্র লালের আর্থিক অবস্থা ও সাংঘাতিক পীড়ার কথা বলিল। আমি বলিলাম আচ্ছা, এখন তুমি যাও আমি বৈকালে যাইব। আমি আফিস্ হইতে বাটী আসিয়া বাক্সে দেখিলাম সংসার খরচের টাকা ভিন্ন আর অধিক টাকা নাই। (কারণ সে সময়ে কায়ক্লেশে সংসার চালাইবার খরচের টাকা ভিন্ন হাতে অধিক টাকা থাকিত না ;) বেতনের বক্রী সমুদায় টাকা ঋণ শোধের জন্য দিতে হইত। আমি জীবনে দুইবার ঋণ করিয়াছিলাম। নিজের উদরের জন্য, অপব্যায়ের জন্য কিম্বা সুখাভিলাষের জন্য কখন কাহারও নিকট হাত পাতি নাই। ঐ ঋণটী আমার বাটী মেরামতের জন্য বাধ্য হইয়া করিতে হইয়াছিল। আমার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল যে ভগবান যা দিবেন তাহাতেই তুষ্ট থাকিব। তখন রাজেন বাবুর পীড়া সম্বন্ধে ডাক্তার বলিয়াছিলেন বোধ হয় এ যাত্রা আর রক্ষা হইবে না। আমার মনে তখনই উদয় হইল যে "রাখে কৃষ্ণ মারে কে!"

আকুলতা বসে ব্যাকুলতা বাড়ে উভয়ই দুঃখের তরে ॥
আকুল ব্যাকুল হওন কারণ পরাণ মোহিত হয়।
মোহের প্রভাবে আশার উদয় জীব হৃদয়ে হয়॥
আশা উদয়ে জীব ভ্রময়ে জীবন ভরিয়া ভবে।
ভ্রমণ প্রভাবে রিপুগণ বসী হইয়া পীড়ায় জীবে॥
রিপুর পীড়নে আমিত্ব বাঁধনে তৃষিত হইয়া সদা।
যাইছে জীবন সুখে দুঃখে ভবে ঘুরিয়ে গোলক ধাঁদা॥
তথাপি চেতনা হলোনা হলোনা নিত্য ছুটাছুটি করে।
জানিনা জগতে কাহার তরাসে বহুরূপী রূপ ধরে॥
ক্ষণেতে দয়ার উদয় সাগর ক্ষণেতে কৃপণ হয়ে।
ক্ষণেতে ভদ্র ক্ষণে অভদ্র সাজিয়া বেড়াই ধেয়ে॥
ক্ষণেতে বস্ত্র বেড়িয়া শরীরে গম্ভীর হইয়া বলে।
ক্ষণেতে নবীন বাসনা বিহীন প্রবীন সাজিয়া বসে॥
ক্ষণেতে শীকারি ক্ষণেতে ভিখারি কাঁধে করে আশাঝুলি।
ক্ষণে দিগাম্বর সাজিয়া জগতে হাসা কাঁদা কোলাকুলি॥
ক্ষণে স্নেহরসে হিয়াদ্রবীভূত ক্ষণেতে নিঠুর হই।
ক্ষণে ক্রোধভরে অধীর হইয়া পরুষ বচন কই॥
ক্ষণেতে উগ্র মূরতি ধরিয়া কঠোর তাড়না করি।
ক্ষণেতে হিংসা নখেতে পড়িয়া মরমে জ্বলিয়া মরি॥
ক্ষণে যাচি ক্ষমা কর জোড়ক'রে ক্ষণে নিজে ক্ষমা করি।
জানিনা জগতে কাহার ভয়েতে ক্ষণে ছাড়ি ক্ষণে ধরি॥

ক্ষণে আজ্ঞাকারী দাস ভাবেতে ক্ষণেতে নিজেই প্রভু।
কখন লেটেরা কখন ভেটেরা চোর সাধু সনে কভু॥
যদিও এরূপে কাটিতেছে আয়ুঃ তবু না বুঝিতে পারি।
যাঁহারে দেখিয়া মোহিত হোয়েছি হৃদে আশা পেতে পারি॥
আশাতে আকুল হতাশে আকুল উভয়ে বিষমতা।
তাই বলি মন একাদশে দম হৃদে পাবে সমতা॥
সমতা প্রাপণ রুচি যদি হয় হরিনাম সদা লহ।
হরির হুকুম পালন করিতে প্রাণ পণ করি রহ॥
(কাঙ্গাল দাস)

হরির হুকুম পালন অর্থাৎ "কর্ত্তব্য পালন"। কর্ত্তব্য পালন কি না "সংসার পালন"। লোককে শিক্ষাদিবার জন্য মহাপুরুষ কিম্বা অবতার (অবতারদের কথা স্বতন্ত্র তাঁহারা হৃদয়ে ভগবৎ প্রেমের বীজ ধারণ করিয়া জন্মগ্রহণ করেন) তাঁহাদিগের লীলা দেখাইয়া ইচ্ছানুযায়ীক দেহত্যাগ করেন।

ঈশ্বরের সৃষ্টিকেও সংসার অর্থাৎ জগৎবলে, আর মানুষের সৃষ্টিকেও সংসার বলে। ঈশ্বরের সংসার বড় আমাদের সংসার ছোট। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে ঈশ্বরের সৃষ্টি অর্থাৎ তাঁহার রচনা কৌশল দেখিয়া আমরা তাঁহাকে কিছুই উপলব্ধি করিতে পারি না ও তাঁহাকে

ভৈরবী—কাহারবা।

কপিয়া তোমার গুণ কি বলিব আর॥
যখন যার কছে থাক, তখনই তার মান রাখ,
তোমার সঙ্গে সঙ্গে যায় খাতির সবার॥
তুমি না কাছে থাক্‌লে, মাগ ছেলে কত কি বলে,
পিতামাতা বলে সদা ওরে কুলাঙ্গার॥
তুমি যখন থাক ট্যাঁকে, বন্ধু আসে ঝাঁকে ঝাঁকে,
ফাঁকে ফাঁকে রগড় মেরে হয় চক্ষের বার॥
তোমার একটী আছে জোর, বিয়ের পণে কর রগড়,
কাল প্যাঁচা খ্যাঁদা মেয়ে কর তুমি পার॥
তোমার একটী গুণ আছে, থাকোনা তুমি কেরাণীর কাছে,
দুচারদিন বাদে তাদের করাও হাহাকার (মাইনে পাবার)
বেশ্যাগণ তোমায় পেলে, হোগ্‌না তাদের ভাবের ছেলে,
তাদের সঙ্গে বিহার করে একি চমৎকার॥
(কাঙ্গাল দাস)

টাকার ত এই গুণ। তবু সেই টাকার জন্যে মনুষ্য মাত্রেই নানা উপায় অবলম্বন করিতেছে। ভগবান যা দেন, যদি তাহাতে তুষ্ট থাকিয়া মনের মালিন্য দূর করিতে চেষ্টা করে, তাহা হইলে পরিণামে তাহার মনে নিশ্চয়ই শান্তি আসিবে। ইহা আমি নিজের জীবনে পরীক্ষা করিয়াছি।

ধর্ম্মপথের শ্রেষ্ঠ সাধন। (ক)
"সত্য"
"সহ্য"

নং	ধর্ম্মপথের কণ্টক (খ)	নং	ধর্ম্মপথের সাহায্যকারী (গ)
১	কাম।	১	ইন্দ্রিয় দমন
২	ক্রোধ।	২	নিত্য উপাসনা।
৩	লোভ।	৩	নিঃস্বার্থ পরোপকার।
৪	মোহ।	৪	বৈরাগ্য।
৫	মদ।	৫	প্রভুভক্তি।
৬	মাৎসর্য্য।	৬	সরলচিত্ত।
	অনুচরগণ।	৭	শান্তস্বভাব।
১	উচ্ছৃঙ্খলতা।	৮	দয়া।
২	সাংসারিক দুশ্চিন্তা।	৯	অল্পে সন্তোষ।
৩	পাটোয়ারি বুদ্ধি।	১০	আমিত্ব ভাবশূন্য।
৪	বহ্বালাপ প্রবৃত্তি।	১১	নিজের দোষের প্রতি লক্ষ্য।
৫	কুতর্কেচ্ছা।	১২	অন্যের গুণের প্রতি লক্ষ্য।
৬	ধর্ম্মাড়ম্বর।		

৫। বাড়ীতে ছুন আন্‌তে পান্‌তা ফুরিয়ে যায় কিন্তু বাহিরে লম্বা কোঁচা।

৬। বিভিন্ন প্রকার নেশার বশ।

৭। বিভিন্ন প্রকার বিলাসিতার দ্রব্য সঞ্চয়।

৮। নিজের খাতির বাড়াইবার জন্য বিভিন্ন সমিতির চাঁদা।

৯। কথায় কথায় বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য বিদেশ ভ্রমণ।

১০। কর্জ্জ করিয়া কিম্বা ভিক্ষা করিয়া ধর্ম্মকর্ম্ম।

১১। নিজের অবস্থার প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া খাতিরে হঠাৎ কোন কার্য্য করা

১২। মকর্দ্দমা
১৩। কন্যাদায়। } এই দুইটীতে লোকের সর্ব্বনাশ হইতেছে।

যখন জন্ম মৃত্যু বিবাহ এই তিনটার স্থিরতা নাই তখন পূর্ব্বোক্ত বিষয় গুলি কার্য্যে পরিণত করিয়া অভাব উৎপন্ন দ্বারা কি সুখ ভোগ করা যায় তাহা বলিতে পারি না। ভগবান জীব সৃষ্টি করিবার পূর্ব্বে তাহার আহারের সংস্থান করিয়া দেন। তবে লোকে উদরের জন্য কেন এত ভাবনা করে তাহা বলিতে পারি না। ইহা আর কিছুই নহে, কেবল ভগবানকে অবিশ্বাস করিয়া মনকে চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত করিয়া কষ্ট ভোগ করা। যাহাকে যেমন ভগবান দেন যদি তুষ্ট থাকে, তাহা হইলে সব সংসার শান্তিময় হইয়া আইসে। সেইরূপ সংসার খুব অল্পই দেখা যায়। প্রত্যেক সংসারে হিংসা, ক্রোধ, আত্মপরিমা ছাড়া কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহা

বড়ই দুঃখের বিষয়। হায়! হায়! ইন্দ্রিয় চরিতার্থ করিয়া অনিশ্চিত সুখের জন্য ভগবানকে ভুলিয়া যায়। যেখানে এরূপ লীলা হয় সেখানে সুবুদ্ধির লোক থাকিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করে। রতনে রতন মেলে. যেমন হাঁড়ি তেমনি সরা হয়। এই জন্য কোষ্ঠি দেখিয়া লোকে ছেলের বিবাহ দেয়। সংসারটা আর কিছুই নহে; মায়া, আকাঙ্ক্ষা, শ্রদ্ধা ও ভক্তির রঙ্গভূমি। কেহ মায়া ও আকাঙ্ক্ষা লইয়া উন্মত্ত হয়, কেহ শ্রদ্ধা ভক্তি লইয়া উন্মত্ত হয়। প্রথম দুইটীতে মনকে সঙ্কীর্ণ করে আর দ্বিতীয় দুইটীতে মনকে উদার করে। অধিকাংশ মোহান্ধ লোক, নিজের ইন্দ্রিয় চরিতার্থ ও মান বাড়াইবার জন্য নানা রূপ কষ্ট স্বীকার এবং উপায় উদ্ভাবন করিতেছে; কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে যাহাতে মনের সংকীর্ণতা দূর হয়, সে বিষয়ে একটীবারও চেষ্টা কিম্বা যত্ন করে না। অপরের খোসামোদে ভুলিয়া গিয়া হিতাহিত জ্ঞান শূন্য হইয়া যা তা একটি কাজ করিয়া ফেলে ও পরিশেষে অনুতাপ করে।

ঝিঁঝিট—একতালা।

বিষয় মদে মত্ত হয়ে. পরের কথায় আর ভুলনা।
ভুলাতে অনেক আছে, সঙ্গে তোমার কেউ যাবে না॥
অমাবস্যা হচ্ছে কথা, করেছো কি তায় মর্ম্মগাঁথা.
কথার মর্ম্ম আর কিছুই নয়, স্বার্থ ছাড়া কেউ চলে না।
সুতদারা রূপ ধরে, মায়াকাঙ্ক্ষা আছে ঘিরে,

পাগলের মত, কিম্বা খাতিরে, কিম্বা লোক লজ্জা ভয়ে, যা তা একটা কথা বলিয়া তাহা সত্য বা পরধর্ম্মের আজ্ঞায় গ্রহণ করা অতীব গর্হিত কর্ম্ম, ঐ কার্য্য সম্বন্ধীয় উভয় ব্যক্তিরই পক্ষে বিষময় ফল উৎপন্ন করে। এই সব কারণে সত্যের পূর্ব্বে মনে মনে নিম্নলিখিত বিষয় গুলি ভাবিয়া লইতে হয়।

১। করণীয় বা অকরণীয়।

২। সক্ষম বা অক্ষম।

৩। সংজ্ঞে সম্পাদিত হইবে কি না?
(অল্প আয়াস সাধ্য কি বহু আয়াস সাধ্য)

৪। সর্ব্ব সমক্ষে কি গোপনে সাধিত হবক কি না?

৫। কোন বিঘ্ন ও বিপত্তি হইবে কি না।

৬। অপরের অনিষ্ট বা অসন্তোষ জনক কি না?

৭। নিজের বা পরিবার বর্গের শান্তি কি অশান্তি?

বিচারে যদি অকরণীয়, বহুআয়াস সাধ্য, গোপনে সাধিত, বিঘ্ন বা বিপত্তি উৎপাদক, অন্যের অনিষ্ট বা অসন্তোষ জনক, নিজের বা পরিবার বর্গের অশান্তি প্রদ বোধ হয়, তৎক্ষণাৎ ঐরূপ সংকল্প ত্যাগ করিবে; এবং নির্ভয়ে কহিবে যে ইহা আমাদ্বারা সম্পাদিত অসম্ভব। সত্য কিম্বা প্রতিজ্ঞা গ্রহণের সময় চক্ষুলজ্জা কিম্বা

সত্য পালনের পুর্ব্বে বিবেচনা না করিলে যে নিজের অশান্তি হয় তাহা নিজের সম্বন্ধে একদৃষ্টান্ত লজ্জার মাথা খাইয়া নিম্নে দিতেছি। ইহাও একটি আত্মপাপের অনুতাপ অর্থাৎ শাস্তি। আমি যখন পাপ ক্ষেত্রে বিচরণ করিতেছিলাম, সেই সময়ে একটীর বেশ্যার মাতা মৃত্যুশয্যায় শায়িত হইয়া তাহার কন্যার(ঐ-বেশ্যার) তত্বাবধানের ভার আমাকে ত্রিসত্য করাইয়াছিল। যখন আমি ত্রিসত্য করিয়াছিলাম তখন আমার বিবেচনা শক্তি কোথায় চলিয়াগিয়াছিল। আমি প্রথমে ঐ বেশ্যার গৃহে বড় বেশী যাওয়া আসা করিতাম না। কিন্তু সেই দিন হইতে ত্রিসত্যের নিমিত্ত আমার মন এত চঞ্চল হইত যে, সর্ব্বদা তাহার খোঁজ খবর লইতে ইচ্ছা হইত। ক্রমে ক্রমে ঘনিষ্ঠতা বাড়িতে লাগিল। সেও আমাকে না দেখিয়া থাকিতে পারিত না, আমিও তাহাকে না দেখিয়া থাকিতে পারিতাম না। ক্রমে ক্রমে বেশ্যাশক্ত হইলে যে যে কুকর্ম্ম করিতে হয় তাহা এই হতভাগার দ্বারা সম্পাদিত হইতে লাগিল। তাহার যাহা ফল হয় তাহা ভুগিতে লাগিলাম। ইতি মধ্যে হঠাৎ একদিন (যেদিন মন সুস্থির ছিল) এই হতভাগ্যের মনে হইল কেন আমি ঘরে বাহিরে, বন্ধু বান্ধবের নিকট, জন সমাজে

নাই। কবে যে ভগবানের দয়ায় বাসনার বীজ নষ্ট হইবে তাহা জানি না।

অনেক ক্ষেত্রে এরূপ দেখা যায় যে, একজন আর একজনের নিকট সাহায্য, ঋণ, কিম্বা পাওনা টাকা চাহিলে বলে, কাল সকালে এস. আজ ব্যস্ত আছি, এখুনি নেয়ে খেয়ে বেরুতে হবে। কিন্তু বাবু বেরুবেন এ দরজা ও দরজা ঝাঁট দিয়া সেই বেলা বারটা একটা ; তার পরদিন দেখা করিলে বলে, "কাল এস" এই ডাক্তার খানায় ওষুধ আন্‌তে যাচ্ছি। এই রকমে লোকগুলোকে ৫।৭ দিন হাঁটাইয়া হয় কাহাকে নিরাশ করিলে, কাহাকে কিছু দিলে, কাহাকে মাস্ কাবারের ওজর দেখালে। কিন্তু নিজের কিম্বা পরিবারের যদি সেই সময় কোন দ্রব্যের আবশ্যক হয়, তাহা হইলে কর্জ্জ করিয়া গিন্নির হুকুম তামিল পূর্ব্বক কার্য্য সমাধা হয়। ইহাতে কি সত্য ভঙ্গ হয় না। এই সত্য ভঙ্গের ফলে বাস্তবিক মকর্দ্দমা লেগে যায়, নিজের পাওনা টাকার দরুণ হাঁটাহাঁটি করিতে হয়, ভগবানের চক্রে ডাক্তারখরচ ইত্যাদিতে নিজের সর্ব্বদা অভাব ও হাহাকার পড়ে, সদাই নাই নাই শব্দ এইরূপে মস্তিষ্ক বিকৃতি হইয়া ক্রমে ক্রমে নানা চিন্তা শরীরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া

দেখেশুনে এই সংসার গঠন, হরি তব পদে করি নিবেদন,
অর্থ করি কর দাসেরে মোচন, হইতে এই সংসার বন্ধন।

(কাঙ্গাল দাস)

সহ্য ও তাহার সাধনা—সহ্য যে কি তাহা কি করিয়া লিখিব জানি না। তবে এইমাত্র বলা যায় যে, রজঃ এবং তম গুণ সংঘটিত দোষ গুলির দমন নাম সহ্য। সহ্য ও ধৈর্য্য গুণ না থাকিলে কোন রিপু দমন করা যায় না। যখন লোভ হইতে কাম এবং কাম হইতে ক্রোধ উৎপন্ন হয়, তখন লোভের দমনের নাম সহ্য। যেমন সূত্রধর বাটালি হাতুড়ি ভিন্ন (পরে অন্য অন্য যন্ত্র) কোন কাজ করিতে পারে না, যেমন কাগজ কলম বা শ্লেট পেন্‌সিল না থাকিলে গণিত শাস্ত্রের যোগ বিয়োগ করিতে পারা যায় না, তেমন মানুষের সত্য ও সহ্য গুণ না থাকিলে সে তাহার নিজের শরীরের মধ্যে গুণ দোষের যোগ বিয়োগ করিতে পারে না। যদি সহ্য শিক্ষা করিতে হয়, তাহা হইলে মাতা গর্ভধারিণী ও মাতা ধরিত্রীর নিকট শিক্ষা করা উচিত। উহাদিগের ন্যায় সহ্য গুণ জগতে আর কাহার আছে? যে মারে তাহার অপেক্ষা

সে গভর্ণমেণ্ট অফিসের কেরাণী) কেহ বলিল কি পাষণ্ড জামাতা ভীত হইয়া তাহার ভগিনীপতির মারফৎ একখানি গহনা পাঠাইয়া দিয়া বলিয়া পাঠাইল যে, এই খানি বন্দক দিয়া ডাক্তার দেখান। আমি কহিলাম যে, আমার মেয়ের অদৃষ্টে যদি স্বামীর হাতে মৃত্যু থাকে তাহাই ঘটিবে। আমি গহণা বন্দক দিব না। ডাক্তার খরচ কাহাকেও দিতে হইবে না। সকলে আমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

সেই সময়ে মেয়ের গর্ভধারিণী, মেয়ের মামারা, জেঠারা প্রভৃতি সকলে নালিশ করিবার জন্য ব্যস্ত। সেই সময়ে পাড়ার একজন ভদ্রলোকে আমার সামনে জামাতাকে উদ্দেশ করিয়া অনেক গালাগালি দিতে লাগিল এবং নালিশ করাইবার জন্য জেদ করিতে লাগিল; জামাতা তখন আমার পার্শ্বে দণ্ডায়মান, আমি শুদ্ধ বলিলাম যে একহাতে তালি বাজে না, আমার মেয়ের নিশ্চয় দোষ আছে আর সে একগুঁয়ে। সেই সময়ে কাহারও কথায় কর্ণপাত না করিয়া মনে মনে চিন্তা করিলাম, "যদি নালিশ করি ও জামাতার চাকরী যায় তাহাতে আমার কি লভ্য" এই চিন্তাটি কে যেন আমার মস্তিষ্কে জোর করিয়া চুকাইয়া দিল। আমার ঐ চিন্তাতে মনটা অনেক স্থির

বৃথা সুখের প্রার্থী যারা, হৃদয় তাদের গর্ব্বে ভরা।
পতন যখন হয় মা তাদের, তারাই ভাসে নয়ন জলে।
কৃতাঞ্জলি হয়ে বলি, দুটী কথা শোন্ মা কালি,
(কাঙ্গালের কথা শোন্ মা কালী)
সুখে দিয়েছি অঞ্জলি (ওই) চরণ তোমার পাব বলে।

একাদশ দমন না হইলে শমতা আসে না। সর্ব্বক্ষেত্রে বিষম হইয়া উঠে। একাদশ অর্থাৎ দশেন্দ্রিয়, ও মন কিম্বা ছয় রিপু আর পাঁচটী অনুচর, যাহা দোষ ও গুণের তালিকায় দেখান হইয়াছে। ঐ একাদশ কিরূপে দমন করিতে হয়, তাহা কেহ আমায় শিক্ষা দেয় নাই। কারণ প্রথমে আমার প্রবৃত্তি অন্যরূপ ছিল, মন নির্ম্মল হয় নাই; বিশেষতঃ এতাবৎকাল আমার শিক্ষাগুরুর চেষ্টা হয় নাই কিম্বা দুর্ভাগ্য বশতঃ পাই নাই। সংসার খেলায় শিক্ষা করিয়া আমার বুদ্ধিতে যাহা কুলাইতেছে, তাহাই পাঠক পাঠিকাদের সম্মুখে উপস্থিত করিব। যদি কোন মহাত্মা, কিম্বা ভক্ত, কিম্বা জ্ঞানী লোকের চরণে এই কাঙ্গালের ধন অর্থাৎ পাগলামীটী গিয়া পড়ে, তাহা হইলে যেন তাঁহারা কাঙ্গালের প্রতি কৃপা দৃষ্টি করিয়া যে প্রকারে হউক কাঙ্গালের ভ্রম সংশোধন পূর্ব্বক তাহার মোক্ষ পথের পথটী পরিষ্কার করিয়া দেন। কাঙ্গালের

কাম ও ক্রোধ জনিত দোষ।

	কাম		ক্রোধ।
১	দিবা নিদ্রা।	১	পরের মন্দ চর্চ্চা।
২	তাশ পাশা খেলা।	২	পরশ্রীকাতর।
৩	মৃগয়া।	৩	পরের ছিদ্র অন্বেষণ।
৪	পরচর্চ্চা।	৪	খলতা।
৫	সুরাপান।	৫	হটকারিতা।
৬	নৃত্য।	৬	ঔদ্ধত্য।
৭	গীত।	৭	ন্যায্য প্রাপ্তির বঞ্চনা।
৮	বাদ্য।	৮	গচ্ছিত দ্রব্য অপহরণ।
৯	মাদকতা সেবন।	৯	কটু ও কঠোর বাক্য প্রয়োগ।
১০	বৃথা ভ্রমণ।		

এখন দেখা যাক লোভ কি এবং কিসে উৎপন্ন হয়। সাধারণতঃ দেখতে গেলে ভোগ্য বিষয়গুলি হইতেই লোভের উৎপত্তি। ভোগ্য বিষয়গুলি যথা খাওয়া, পরা, শোয়া, বেড়ান, ঘুমান, আমোদ, আহ্লাদ, ইত্যাদি। এই সকল কে ভোগ করে? শরীর এবং এবং শরীরস্থ ইন্দ্রিয় সকল। ইন্দ্রিয় সকল, যথা চক্ষু কর্ণ নাসিকা

লোভে, পরে খাতিরে ভাল দ্রব্যের লোভে পড়িয়া অধিক খাইয়া ফেলে। যদি তাহার হজম শক্তি না থাকে তাহা হইলে সে, যে কষ্ট ভোগ করে তাহার নাম অশান্তি, শেষে কোন কোন ক্ষেত্রে বিনাশ অর্থাৎ প্রাণনাশ হয়।

লোভপূর্ণ অভ্যাসে, লোভের পরিমাণ বৃদ্ধি করে। যদি রোজ নূতন নূতন ভাল ভাল জিনিষ খাওয়া যায় তাহা হইলে আর শাক ভাত ভাল লাগিবে না ও খাইতে কষ্ট হইবে। লোভের পরিমাণ যত বাড়িবে ততই অভাব বোধ হইবে, এবং অভাব বৃদ্ধি হইলে অশান্তি আসিবে। সেই জন্য লোভশূণ্য অভ্যাস ভালরূপ সাধনা করিলে বোধ হয় আজীবন কষ্ট হয় না। শরীর মহাশয় বাল্যাবস্থা হইতে যাহা অভ্যাস করিবে তাহাই সহিবে ও চলিবে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, লোকে কথায় কথায় ভগবান্‌কে দোষ দেয় এবং বলে যে ভগবান কি আমার কপালে সুখ লিখিয়াছেন; সুখ নিতে জান্‌লেই ভগবান সুখ দেন, আর না নিতে জানলে কিরূপে দেবেন। যাঁহারা ঐরূপ ভগবানকে দোষ দেন তাঁহাদের এই জিজ্ঞাস্য যে, ভগবানের কি আজ্ঞা আছে যে, লোভের বৃদ্ধির দ্বারা অভাব উৎপন্ন করিয়া মনের শান্তি দূর করিবে। যত অভাব কি মধ্যবিৎ

প্র। আচ্ছা! ঐ মুড়ি খেকো ছেলেটা কেমন মোটাসোটা, নধর দেখ;—আচ্ছা, তোমার ছেলে এই রকম মোটাসোটা?

উ। না সে বড় রোগা।

প্র। যদি তোমার ছেলে ঐ রকম মোটা হয় তা' হ'লে তুমি ঐ গ এর বাড়ীতে থাকতে ভালবাস।

উ। না,—আমি খেতে না পেলেও ঐ ভাবে থাকতে পারবো না।

প্র। তোমার ঘাড়ে বেদনা হবে, এইবার মুখ তুলে চাও।

উ। মুখ উত্তোলন—

প্র। তুমি কটাকা মাহিনা পাও?

উ। ৩৫৲ টাকা।

প্র। তবে তুমি ও রকম থাকতে পারবে না?

উ। না।

প্র। তোমার ঠাকুর কি কাজ করতেন, কত মাহিনা পেতেন?

উ। পঞ্চাশ টাকা।

প্র। স্ত্রীলোক গুলি কি কর্‌ছে?

উ। যে যাহার কাজ কর্‌ছে।

প্র। তোমার ছেলে কটা?

উ। চার পাঁচটী।

প্র। ঐ ছেলে গুলোর-মতন কেউ কি মোটা-সোটা আছে। বোধ হয় মধ্যে মধ্যে অসুখ হয়।

উ। হাঁ, মাসে মাসে অসুখ হয়; সেই জন্য মোটা হতে পারে না।

প্র। তাহারা কি তোমার কাছে থাকে, না, অন্য কোথাও থাকে?

উ। আমার শশুর বাটী।

প্র। কাছে রাখনা কেন? বোধ হয় তোমার আয়ের উপর চলেনা।

উ। হ্যাঁ।

প্র। আচ্ছা তোমার শ্বশুররা বোধ হয় বড় লোক। তাঁহাদের বাড়ীতে বোধ হয় খুব ভাল ভাল খাবার ও ঘি দুধের বন্দোবস্ত আছে?

উ। হাঁ।

প্র। তুমি এখন কি খাও। বোধ হয় দুবেলা ভাত খাও?

হজম কোরবে। কেমন এইবার কিছু বুঝলে

উ। হাঁ অনেকটা বুঝেছি।

প্র। তবে "গ"এর স্থানের লোকের ন্যায় থাকিতে ইচ্ছা কর?

উ। না যেমন চল্‌ছে চলুক। "খ" হইতে অবতরণ মধ্যবিত লোকের মধ্যে অনেকে এণ্ট্রেন্স, এলে, বি পাস দিয়া কেহ কেরাণীগিরি, কেহ স্কুল মাষ্টারি করিতেছে এবং তাহাদেরই অবস্থা শোচনীয়। বোধ হয় তাহাদের পূর্ব্বপুরুষেরা অনেকেই কেরাণীগিরি কিম্বা স্কুল মাষ্টারি করিতেন। পূর্ব্বে ২৫ টাকার বেতনে দোল দুর্গোৎসব করিয়া মনের সুখে কাল কাটাইয়া গিয়াছেন। পূর্ব্বেকার লোকেরা নিশ্চয়ই, যে যাহার অবস্থায় তুষ্ট থাকিতেন। যেখানে তুষ্টতা সেই খানে শান্তি, সেইখানেই অভাব নাই। যেমন পূর্ব্বে জিনিষ-পত্র সস্তা ছিল এখন তেম্নি টাকা সস্তা। সস্তার তিন অবস্থা। টাকা সস্তা হলে কি হবে;—লোভ, কাম, ক্রোধ যেন হাঁ করে আছে। যেখানে টাকা দেখিতেছে, যেন দৌড়ে গিয়ে হাঁ ক'রে গিলে ফেল্‌ছে। আর প্রতি ঘরে অভাবরূপ পেয়াদা মোতায়ান রেখেছে। যার লোভ নাই তাহার অভাবরূপ পেয়াদায় ভয় নাই।

ও ভাত তাহাদের খেতে দিচ্ছে। সকলের পরিধানে আধখানা কাপড়। তারা খুব মনের আনন্দে খাচ্ছে।

প্র। এইবার মুখ তোল?

উ। না—তুলতে পারবো না আমি যেন কি পাচ্ছি।

প্র। কি পেয়েছ? দেখাও দিকি? (মুখ তুলিয়া)

উ। যা পেয়েছি কি করে দেখাব। সেত দেখাবার জিনিষ নয়;—সে যে হৃদয়ে আছে। সে ধন কেউ চুরি ক'রতে পারে না;—সে ধনের কেউ হিংসা ক'রতে পারে না;—সে ধনের কোন ওয়ারিসন নাই—সে ধন মৃত্যু সময় পর্য্যন্ত সঙ্গে সঙ্গে থাকে—সে ধন ছড়ান আছে কেউ নিতে জানেনা—

প্র। পাগল হল নাকি। কি ধন বলনা।

উ। কি ধন—সে ধন অনলে পোড়ে না, সলিলে ডোবেনা।

প্র। —তোমার মুখটা হাঁসি হাঁসি কেন হল?

উ। আমি,—একজন এখন বড় ধনী।

প্র। একবার "ক এর দিকে চাওনা?

উ। না আর ও দিকে চাইব না চাইলে যে ধন পেয়েছি? হারিয়ে ফেলব।

প্র। কি ধন পেয়েছো তবে বলনা

লোভ সম্বন্ধে বলিতে আর কিছু বুঝিতে যোগাইতেছে না। যাহার লোভ হয়, সে যদি নিজেই স্থির মস্তিষ্কে ইহার উৎপত্তি ও পরিণাম ভাল করিয়া চিন্তা করেন, তাহা হইলে নিজেই সমস্ত বুঝিতে পারিবেন। যেদিকে লোভের উৎপত্তি, সেই দিক হইতে মনকে ফিরে নিক্ষেপ করিবে। মন যখন ঐহিক সুখের নিমিত্ত পার্থিব বস্তু যথা—কি খাদ্য দ্রব্য কি পরিধেয় বসন ইত্যাদির জন্য ব্যাকুল হইবে তখন তাহা আহরণ না করিলে আপনা আপনি লোভ কমিয়া আসিবে। যশ মান প্রভৃতি সম্বন্ধেও যখন হৃদয়ে কোন প্রকারের কণ্ডুয়ন উপস্থিত হইবে, কখনও সেই কণ্ডুয়নের প্রশ্রয় দিবেনা। মোট কথা যাহা হস্তগত হয়, তাহাকে হস্তগত করিবার চেষ্টা করিবে না; আর যাহা হস্তগত হইয়াছে তাহার আকর্ষণ হইতে রেহাই পাইবার চেষ্টা করিবে। পরম পিতার আদেশমত কর্ত্তব্যপালনে যাহা যাহা আবশ্যক, তাঁহার উপরে নির্ভর করিয়া করিতে হইবে;—কোন বিষয়ের অধিক আকাঙ্ক্ষা করিয়া তাহা নিশ্চয় পাইবার আশায় যেন লোভের বেগ বৃদ্ধি নাহয় এবং লোভে উদাসীন থাকিয়া সকলকার্য্য করা উচিত। ইহাতে অন্তরে সুখ ভিন্ন দুঃখ হইবেনা। ধনী, গরীব, সাধু সন্ন্যাসীর বিষয় ভালরূপ পর্য্যালোচনা করিলে অভ্যাসের প্রত্যক্ষফল বোধগম্য

কারক হয় না। ইহার কারণ আর কিছুই নহে, বোধ হয় কোন গুপ্ত ঘটনায় ক্রোধ উৎপন্ন হয়, এবং সেই ক্রোধ কাহারও নিকট প্রকাশ করিতে পারে না। ক্রোধ হইলে প্রতিশোধ লইবার জন্য নানা উপায় উদ্ভাবন করিতে করিতে মনকে চিন্তান্বিত করিয়া ফেলে। চিন্তাই শরীরের অনিষ্ট কারক; চিন্তা দ্বারা পরিপাক শক্তির হ্রাস হয়। তখন ডাক্তারে ঔষধ দিয়া কি করিবে; ডাক্তারে কোন উপায় না দেখিয়া শেষে জলবায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য ব্যবস্থা করিয়া দেন। প্রকৃত পক্ষে ইহা দেখিতে গেলে জলবায়ু পরিবর্ত্তন নহে; মনবায়ু পরিবর্ত্তন। সেইজন্যে সর্ব্বদা মনবায়ু বিশুদ্ধ রাখা উচিত। যেন কোনরূপ ক্রোধ ইত্যাদির বদ্ গন্ধের দ্বারা দূষিত না হয়। সে গন্ধ দূর করিতে ডাক্তারের যাবার ক্ষমতা নাই। রুগী যদি নিজে চেষ্টা করে তবেই সেই গন্ধ দূর হইয়া যায়।

ক্রোধকে হিংসা বলিলে অত্যুক্তি হয় না; যেমন চাল ডাল ও মুড়ী। চাল হইতে দুই উৎপন্ন হয়, কেবল আকৃতি ও স্বাদের সামান্য বিভিন্নতা আছে। জল ভিজাইয়া খাইলে প্রায় দুইটীরই স্বাদ একরূপ বোধ হয়। কোন প্রাণীর প্রাণে আঘাত করিলেই যে হিংসা করা হয়

বাল্য বয়সে যখন ছেলেরা লেখপড়া করে, তখন তাহাদের মনে কত প্রফুল্লতা, কত তেজ, কত উদারতা থাকে। তখন তাহারা বাটীর সর্ব্বস্থানে বসিতে, দাঁড়াতে কোন "কিন্তু" বোধ করে না, এবং সকল ঘরের পরিচ্ছন্নতা, সকল দ্রব্যের যত্ন খোঁজে। কিন্তু যেই যৌবনে পদার্পণ করিয়া বিবাহ করিল, অমনি তাহার সমস্ত উদ্যম ক্রমে ক্রমে সংকীর্ণ হইতে আরম্ভ হইল। শেষে এত সংকীর্ণ হইল যে সমস্ত বাড়ীটী একখান ঘরে পরিণত করিল। অর্থাৎ তখন "আমার" বলিবার শক্তি জন্মাইল। তাহার তখন আমার বউ, আমার ঘর, আমার বিছানা, আমার বালিস, আমার কাপড়, আমার দেরাজ; কেবল "আমার" "আমার" চিন্তা আরম্ভ হইল। যতদিন না বিবাহ করে ততদিন "আমার" "আমার" বলেনা ও ভাবে না। এইবার ভাবিয়া দেখুন 'মোহে' অর্থাৎ আমার আমার শব্দে সংকীর্ণতা আসে কিনা? আবার যেই ছেলে হলো—মোহ তখন মায়ারূপ ধারণ করিল। মায়াতে আরও সংকীর্ণতা আরম্ভ হইল। মন যত সংকীর্ণ হইয়া আসে তত মনের কষ্ট আরম্ভ হইতে থাকে। মায়া প্রথমে ছেলের ভিতর থেকে উঁকি মারে। সেইজন্য ছেলের কিছু হইলেই পিতামাতা ভাবিয়া আকুল হয়। ঐরূপ ভাবিয়া লোকে

মনের গরম হইলে কি হয়? মনের ঝাঁজ্ বাহির হইতে আরম্ভ হয়। মনের ঝাঁজ্ কি? জ্ঞানের গর্ব্ব ও অর্থের অহঙ্কার। যখন ঘটনাচক্রে নিশ্চয় সম্পাদিত অনুভূতি অনিশ্চিত হয়; যখন ভগবানের শক্তি ভিন্ন কোন কাজ করা যায় না কি ভাবা যায় না; যখন ভগবান শক্তির প্রত্যাহার করিলে আমাদের হাত পা বন্ধ হইয়া যায়, তখন লোকে নিজের গর্ব্ব নিজে করে কেন? কি জ্ঞানী, কি সুবক্তা, কি কবি, কি সমর বিজয়ী যোদ্ধা, কি সঙ্গীত বিশারদ গায়ক, কেহ কি নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারে যে তাহাদের ক্ষমতা কোন কালে হ্রাস হয় নাই, ও হইবে না;—নিশ্চয় নয়। কখনও না কখন হ্রাস হয়েছে কিম্বা হইবে। কোন্ শক্তির অভাব হইলে এইরূপ হ্রাস হইবে তাহা কে বলিতে পারে;—আত্মদৃষ্টির অভাবে নিজের পাপ নিজে দেখেনা বলিয়া লোকে অহঙ্কার করে। ভাল করিয়া চিন্তা করিয়া দেখিলে, অহঙ্কারই লজ্জায় পরিণত বোধ হয়, এবং নিজকৃত পাপসকল দৃষ্টিপথে পতিত হয়। মোটকথা নিজের দোষ না দেখিয়া গুণের প্রতি লক্ষ্য রাখিলেই অহঙ্কার হয়। যে ব্যক্তির নিজের দোষের প্রতি লক্ষ্য থাকে, সে ব্যক্তি মহাত্মা, ; তাঁর জীবনে অহঙ্কার করিতে ইচ্ছা হয় না। অহঙ্কার যেখানে সেইখানে মিথ্যা প্রয়োগ;

শোচনীয় ও হতভাগ্য জীবন আর নাই। মাৎসর্য্যপূর্ণ হৃদয় নিজের উন্নতি ভুলিয়া যায় ও পরের মন্দ করিবার প্রাণপণে চেষ্টা করে। ইহা প্রায় সকলেই দেখিয়াছেন ঈর্ষাপূর্ণ জীবনে সর্ব্বদা অভাব বোধ করে—আর প্রবঞ্চক হয়। সুতরাং তাহাদের হৃদয় সর্ব্বদা অশান্তিতে পরিপূর্ণ থাকে যেখানে নিজের মনের কিম্বা অন্য রকমের উন্নতি করিবার ইচ্ছা আছে সেখানে ঈর্ষা আসিতে পারে না।

চন্দ্র, মৃণাল ও কুসুম এই তিনটির গুণ না দেখিয়া যে সর্ব্বদা উহাতে কলঙ্ক; কাঁটা ও কীট দেখে তাহার ন্যায় হতভাগ্য আর কে আছে। যেমন সাপে কামড়াইলে ক্রমে ক্রমে তাহার বিষ সর্ব্ব শরীরে বিক্ষিপ্ত হইয়া প্রাণ নাশ করে সেইরূপ মানুষে ঈর্ষারূপ অনলে দগ্ধ হইয়া শেষে আত্মহত্যা রূপ মহাপাপে পতিত হয়। ইহা অপেক্ষা আর দুঃখের বিষয় কি হইতে পারে।

পূর্ব্বোক্ত ছয়টী রিপুর অনুচর গুলি সম্বন্ধে বিস্তৃত রূপে বর্ণনা করিতে গেলে পুস্তকের আকার বৃদ্ধি হইয়া যাইবে বলিয়া নিম্নে সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিতেছি ইহাতে যদি কাঙ্গাল দাসের দোষ হইয়া থাকে আশা করি পাঠক-গণ নিজগুণে ক্ষমা করিবেন। যেমন "বাপ তেম্নি বেটা" যেমন "গুরু তেম্নি শিষ্য," যেমন "রাজা তেম্নি মন্ত্রি"।

(খ) কোন বস্তু না হলে চলিবে না, এই ভাবে মনে না আনা।

(গ) সমাজের অনুরোধ কিম্বা ভয় না রাখা।

(ঘ) ভাল বিষয়ে মানোনিবেশ। যথা ;—সাধুসঙ্গ, পবিত্র আমোদ প্রমোদ, ভগবদ্বিষয়, বা বিদ্যাবিষয় চিন্তা (কিন্তু অর্থ বিষয়ক নহে)

(ঙ) নিম্নদিকে দৃষ্টি রাখিয়া নিজের অবস্থার তুলনা।

(চ) নির্জ্জনে বাস না করা।

৩। "বহ্বালাপে প্রবৃত্তি ও কুতর্কেচ্ছা," অভ্যাস ও স্বভাব হইতে উৎপন্ন হয়। নিম্নলিখিত উপায়ে উহা দূরীভূত হয়।

(ক) মৌনব্রত। (সপ্তাহ অন্তর একদিন)

(খ) নির্জ্জন বাস।

(গ) সত্যের আশ্রয়।

(ঘ) সংকীর্ত্তণ, ভক্তিগ্রন্থপাঠ ও সৎ আলোচনা।

৪। "ধর্ম্মাড়ম্বর," ধর্ম্মের ভাণে লোকের সুখ্যাতি প্রণেচ্ছা হইতে উৎপন্ন হয়। নিম্নলিখিত উপায়ে উহা দূরীভূত হয়।

(ক) অতিরিক্ত ধর্ম্মভাব না দেখান।

৩। অস্তেয়।

৪। ব্রহ্মচর্য্য।

৫। অপরিগ্রহ।

বহুসাধনায় যাঁহার আরাধনা করিয়া দেবাদিদেব ভগবান মহাদেব, ভীষ্মদেব—দেবসেনাপতিকুমার, সনক, সনন্দ, সনাতন সনৎকুমার ও ৮০০০০ ঋষি—উর্দ্ধরেতা হইয়া যাঁহার সালোক্য লাভ করিয়াছিলেন তাঁহারই নাম "যম"। যিনি ঐশ্বর্য্য বিতৃষ্ণ, পরম সন্তুষ্ট,—যিনি স্বার্থের অতীত ও পরার্থে-নিযুক্ত তাঁহারই নাম "যম"। পূর্ব্বোক্ত পঞ্চগুণ সাধনা করিলে তাঁহারই সাধনা করা হয় এবং তাহাকেই "যমসাধন" কহে।

১। অহিংসা.....অর্থাৎ হিংসা না করা। প্রাণ বধ করিলেই যে হিংসা বোঝায় তাহা নহে, যে কোন প্রকারে অন্যের প্রাণে আঘাত করার নাম হিংসা, ঈর্ষা অথবা মাৎসর্য্য। এই সম্বন্ধে পূর্ব্বে বলা হইয়াছে।

২। সত্য.....পূর্ব্বে বলা হইয়াছে।

এস্থলে বক্তা তিনটী সাধন সম্বন্ধে কিছু কিছু বর্ণনা করিতেছি।

৩। অস্তেয়—চৌর্য্য ত্যাগের নাম অস্তেয়। ইহার অর্থাৎ চৌর্য্যের গতি অত্যন্ত মন্দ। ইহার ইচ্ছা

করান; ঐ দেখাদেখি যাহার অর্থ সম্পত্তি নাই সেও ঐ ফলের আশায় কর্জ্জ করিয়া কিম্বা আপনার লোকের নিকট জবর দস্তি ভিক্ষা করিয়া কার্য্য সমাধা করে। হায়! হায়! তখন তাহারা কিছুই বুঝতে পারে না যে, কর্জ্জশোধ করিতে না পারিলে কিম্বা পাওনাদারদের টাকার জন্য হাঁটাহাঁটি করালে কি পাপ হয়। ইহাতে সত্যের সাধনা পথে কণ্টক নির্গত হয়, অর্থাৎ ধর্ম্মের পথেও কণ্টক হয়! তাহারা কখনও সত্যপথে চলিতে পারিবে না; কারণ তাহারা ধর্ম্মানুষ্ঠানের দোহাই দিয়া সত্যকে হেয়জ্ঞান করে, সুতরাং তাহাদের ধর্ম্ম কর্ম্ম সব মিথ্যা। যদি ক্ষমতায় না থাকে, কিম্বা পাওনাদারদের হাঁটিতে হয়, কিম্বা ফাঁকি দিতে হয়, কিম্বা রফা করিতে হয়. তাহা হইলে তাহারা যেন ভক্তিভাবে চক্ষের জল দিয়া তাহাদের ইচ্ছা পূর্ণ করে। ইহাতে অধিক ফল আছে। ইহা মানব মাত্রেই স্মরণ রাখা উচিত যে, যদি কোন কার্য্যের জন্য পুরোহিত ঠাকুর, তাঁহার নিজের দক্ষিণার জন্য কোন কথা উত্থাপন করেন কিম্বা সে সম্বন্ধে জোর করেন, তাহা হইলে সে কর্য্যের ফল ভগবান দেন না। কর্ম্মফল ভগবান পুরোহিতের দ্বারা পাঠাইয়া দেন। তিনি যদি পূর্ব্ব হইতে তাঁহার পরিশ্রমের ফল যজমান-

দিগের নিকট হইতে জোর করিয়া লইলেন তাহা হইলে ভগবানের নিকট তাঁহার কর্ম্মের কি জোর রহিল আর তিনি কোন্ মুখে ভগবানকে জানাইবেন।

ব্রাহ্মণেরা নিজের দোষে অর্থাৎ নিজের স্বার্থের জন্য টাকাকে বড় করিয়াছেন। তাঁহারা টাকা পেলেই সমস্ত বিধান দিতে কুণ্ঠিত হন না। যদি একটা নিয়ম ঠিক রাখিতেন যে, সাধনা (অর্থাৎ ব্রাহ্মণের ব্রহ্মচর্য্য ও শূদ্রের সত্য ও সহ্য সাধনা) ভিন্ন কি পুরোহিত, কি যজমান, কেহ কোন কার্য্য করিতে পারিবে না, তাহা হইলে যজমানেরা (কি ধনী কি দরিদ্র) ব্রাহ্মণদিগের পদানত হইয়া থাকিত আর তাহাদিগকে দক্ষিণার দরুণ হাঁটাহাঁটি ও রফা করিতে হইত না।

অনেক ব্রাহ্মণ আছেন গায়ত্রী জপ করেন না; কেহ জপ করেন, তাহার অর্থ জানেন না, কেহ বা ভুলিয়া গিয়াছেন। ব্রাহ্মণদিগের নিকট একথা উত্থাপন করিলে তৎক্ষণাৎ তাহারা বলিয়া বসেন, কি করিব পেটের দায়ে সব ভুলিতে হয়। তাঁহাদের দেখাদেখি যজমানেরা কহেন, কি করিব পেটের ধান্দা করতে করতে দিন কেটে যায় তা আর সাধনা করবো কখন? এই কাঙ্গাল তাঁহাদের জিজ্ঞাসা করছে, পোড়া

৫। বৃক্ষপত্র……অমূল্য রতন। কারণ বৃক্ষ পত্র পাইলেই বালকেরা কখনও মাথায় রাখে, কখনও মুখে দেয়, আবার কেহ চাহিলে কেমন লুকাইয়া রাখে।

যদি পিতামাতারা বালকের ভাব বজায় রাখিয়া তাহাকে ভালরূপ শিক্ষা দেন তাহা হইলে এক একটী আদর্শ হইয়া উঠে। প্রথমে ঐ জুজু, ঐ বুড়ো এইরূপ ভয় দেখাইতে আরম্ভ করিল। তাহাতেই ছেলেবেলা হইতে বালকের মনে এমন একটী ভয় ঢুকাইয়া দিল যে, তাহা আর জীবনে ভাঙ্গে না; সব কাজে ভয় পাইতে লাগিল, সাহস যে কি জিনিষ তাহা তাহারা বুঝিতে পারে না। ক্রমে তাহাকে ওরে মাণিক, ওরে যাদু, ওরে গোপাল ইত্যাদি মায়াসূচক আদর করিয়া, বাপ মা নিজের মাথা নিজে খাইতে লাগিল। নিজেদের শরীরে মায়া ঢোকাইয়া দিল। সঙ্গে সঙ্গে ছেলের শরীরে ঢোকাইল, তখন ছেলে—"মায়া" এই শব্দের "য়া" বাদ দিয়া "মা-মা" বলিতে লাগিল। পরে বাপ মা সাধ করে মায়ার বশে ছেলেকে এটা, সেটা খাইয়ে পরিয়ে ছেলের লালসা ও বিলাসিতা বাড়াইয়া দিল। ভাবিয়া দেখুন যখন তাহার জ্ঞান হইবে, তখন ঐ ছেলে কি প্রকারে

একখানি কাপড় একটী জামা (চাদর নিবারণি সভার করুণ চাদর 'ত' উঠিয়া গিয়াছে); আর ভাল কাপড় জামা রাখিবার আবশ্যক কি? যা বাজার পড়িয়াছে সকলেই তা স্বচক্ষে দেখিতেছেন; আমাকে আর এ সম্বন্ধে অধিক বলিতে হইবে না। অবস্থানুযায়ী মুন-ভাত, শাক-ভাত ও ভাল রুটি ভিন্ন আর খাইবার লালসা অধিক করিও না। বিলাসিতার দ্রব্য বাড়ীতে আর ঢুকিতে দিও না। ঘুম এসে বিছানার আবশ্যক হয় না, এমন কি লোকে বসে বসে, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চলতে চলতে ঘুমায়। মন নিশ্চিন্ত না থাকিলে ঘুম আসে না, অতএব ভাল বিছানা অপেক্ষা মনকে নিশ্চিন্ত রাখিলেই ঘুমের ব্যাঘাত হবে না। যেমন হাগা এলে বাঘার ভয় থাকে না সেইরূপ ঘুম এলে বিছানার ভাল মন্দ বিচার থাকে না। যাহাতে শরীরের মধ্যে ভগবদ্ চিন্তা ভিন্ন অন্য চিন্তা না আসিতে পারে সে বিষয়ে সাধ্যমতে সকলের চেষ্টা করা উচিত। যখন স্বার্থ ছাড়া কেহ চলে না—তখন নিজের পথ নিজে খুঁজিয়া লওয়া উচিত। সমাজের ভয় রেখোনা;—লোক নিন্দার ভয় রেখো না, তা' হলেই কষ্ট;—সংসারে 'আয়নার মুখ দেখাদেখি' এইরূপ ভাবে সমাজ, লৌকিকতা আচার ব্যবহার চলিতেছে। ঐ ভাবে চলিতে গেলে

প্রথমে নিজে আন, তৎপরে ঘরে বাহিরে বিতরণ কর। ঐ ধন যত দিবে তত বাড়িয়া যাইবে। তখন অহঙ্কারী ধনীর ধনকে তুচ্ছ বোধ হবে; তখন নিজেই মহাজন হবে, কাহারও নিকট আর ধার লইতে হবে না। আজ কাল যেরূপ বাজার পড়িয়াছে, তাহাতে ধনী ও দিন আনে দিন খায়, এরূপ লোকের কোন কষ্ট নাই; কষ্ট কেবল মধ্যবিত্ত লোকের; ইহা মানবমাত্রেই স্বীকার করিতে হইবে। অতএব মধ্যবিত্তের কাষ্ঠ হাঁসি হাসিয়া ধনীর সহিত আর আয়নায় মুখ দেখা দেখির আবশ্যক কি? কষ্টে কষ্টে মধ্যবিত্তের মুখ ক্রমে ক্রমে পুড়িয়া আসিতেছে, এই পোড়ার মুখ দেখাইবার আবশ্যক কি? "রামে ও মেরেছে এবং রাবনেও মেরেছে";—"একটিলে দুই পাখি মারিবার উপযুক্ত সময়" ;—এই সময় মধ্যবিত্তগণ মনে করিলে অনায়াসে ভোগ বাসনা ও বিলাসিতায় জলাঞ্জলি দিলে কেহ কোন কথা কহিতে সাহস করিবেনা। এই সময় স্বইচ্ছায় ত্যাগ স্বীকার করিতে পারিলে ক্রমে ক্রমে বাহ্যাড়ম্বর ও অভাব ঘুচিয়া যাইয়া মন নির্ম্মল হইবে; মন নির্ম্মল হইলেই মুখে সেই জ্যোতিঃ প্রকাশ পাইবে। ক্রমে সেই ছায়া জগৎ জুড়িয়া ব্যাপ্ত হইবে। তখন ধনী মধ্যবিত্তের দর্পনে মুখ দেখিবার ইচ্ছা করিবে। ইহা

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

যোগ সাধন।

যোগ সাধন দুটী কথা;—মনোযোগের নাম যোগ, ও অভ্যাসের নাম সাধন। মনোযোগ অভ্যাসের নাম যোগ সাধন। যাহার মনোযোগ অভ্যস্থ হইয়াছে, তিনিই যোগী। মনোযোগ অভ্যস্থ অর্থাৎ স্মরণ শক্তিময়—উৎকর্ষ সাধন। কোন বিষয়ে অভ্যাস করিতে গেলে, প্রথমতঃ যত্ন, পরিশ্রম ও অধ্যবসায় চাই। "স্বীয় কর্ত্তব্য সাধন করিয়া জীব মাত্রেই যে যার উদ্দেশ্য ও বাসনা রূপ ফল লাভ' করে এবং তাহাকে যোগী বলা যায়; অর্থাৎ সে কর্ত্তব্য সাধনে

বলিলে অত্যুক্তি হয় না। যাহার শক্তির উপর বিশ্বাস ও অনুভূতি নাই, সে কি প্রকারে ভগবানের শক্তিকে নিজের শক্তিবলে বিশ্বাস করিবে। সেই নাস্তিকের সম্বন্ধে কোন কথা কহিবার কাঙ্গাল দাসের ক্ষমতা নাই। ঐ রূপ লোকের মন সর্ব্বদা মোহদ্বারা আচ্ছন্ন, কেবল তাহার সর্ব্ব বিষয়ে "আমার আমার" চিন্তা। কোন্ শক্তিবলে নিজের শক্তির হ্রাস বৃদ্ধি হয় ইহা যাহার অনুভূতি আছে, সে কখনই ভগবান নাই বলিয়া স্বীকার করিবে না। মনে করুন, একজন অপর একজনকে ভালবাসে, যদি তাহার নিজের একটি অমূল্য দ্রব্য (যাহা তাহার প্রাণ অপেক্ষা প্রিয়) থাকে, এবং সেই দ্রব্যটীকে, যাহাকে ভালবাসে তাহাকে পাঠাইতে ইচ্ছা করে, তখন তাহাকে কি করিতে হইবে। প্রথমে অমূল্য দ্রব্যটীকে ভাল করিয়া পাট করিয়া ভাঁজিয়া একখানি কাগজ দ্বারা চতুর্দ্দিক চাপাদিয়া দড়িদিয়া বাঁধিয়া, পরে বস্ত্রের টুকরা দ্বারা জড়াইয়া ভাল করিয়া সেলাই করিয়া, সেলাইয়ের স্থানে গালা দিয়া সিল মোহর করিয়া তাহার উপর নাম ও ঠিকানা লিখিয়া ডাকযোগে মন্তব্যস্থানে পাঠাইয়া দেয়। ভাবিয়া দেখুন যে ভালবাসে সে কত যত্ন, কত পরিশ্রম করিল,

মেছুনীর এই কথায় লালাবাবুর ঐ ভক্তি হইয়াছিল।

২। আকাঙ্ক্ষা যুক্ত দেহি শব্দ উচ্চারণ না করিয়া ভগবানকে ডাকিতে ডাকিতে মনে যে ভাবের উদয় হয় তাহাকে **"আহৈতুকী"** ভক্তি কহে। প্রহ্লাদের "আহৈতুকী" ভক্তি প্রথম হইতে হইয়াছিল, কিন্তু ধ্রুবের "হৈতুকী" হইতে "আহৈতুকী" ভক্তির সঞ্চার হয়।

৩। উদ্দেশ্যহীন অথচ তোমাভিন্ন জানিনা এইরূপ উদয় হইলে তাহকে **"মুখ্যা"** ভক্তি কহে। শ্রীরাধিকা ভিন্ন ঐরূপ 'প্রেমভক্তি' কাহারও ছিল না।

মহাপুরুষেরা প্রায় বাল্যজীবন হইতে ভগদ্ভক্তির পরিচয় দিয়া থাকেন। পূর্ব্বজন্মে ভক্তির বীজ অঙ্কুরিত না থাকিলে প্রায় ঐরূপ ভাব দেখা যায় না। দরিদ্রের প্রলোভন বস্তুর আকাঙ্খার সংখ্যা কম থাকার দরুণ, তাহারা হৃদয়ে, ধনী অপেক্ষা সহজেই ভক্তিকে আনিতে পারে। ভক্তিরাজ্যে জাতিভেদ ও বর্ণভেদ নাই, তাহার প্রমাণ গুহক চণ্ডাল; যীশুখৃষ্ট বলিয়াছিলেন সুচের

কিম্বা ভগবানের কৃপালেশ হইতে কখন যে কিরূপে ভগবানের কৃপা হয় তাহা কেহ বলিতে পারে না ও জানিতে পারে না। তাহার সাক্ষ্য জগাই মাধাই। তাহারা কি স্বপ্নেও ভাবিয়াছিল যে তাহারা উদ্ধার হইবে। স্নেহ, ভালবাসা, বিশ্বাস মানুষের অপেক্ষা পশুর অধিক, সেইজন্য ভগবান উহাদের আহারের সর্ব্বদা বন্দোবস্ত করিয়া রাখেন। মানুষের ঐ তিনটি গুণ পূর্ণ মাত্রায় না থাকাতে, রিপুর দৌরাত্ম্যে ভগবানের ছড়ান ভালবাসা কুড়িয়ে নিতে পারে না কিম্বা নেবার চেষ্টা করে না। আমরা কেবল চামড়া ঢাকা মানুষ; প্রকৃতি ও প্রবৃত্তি পশু অপেক্ষা অধম। আমরা না পশু,—না মানুষ; যেন কিম্ভূত কিমাকার;—আমাদের সব আছে, অথচ কিছুই নাই;—তাই বিশ্বাস তদ্রূপ। প্রকাশ্যে কিম্বা গোপনে যে যা করুক না কেন, তাঁর কাছে কিছুই ছাপা থাক্‌বে না। কিন্তু মানুষের কি দুর্ব্বুদ্ধি যে পাপ করিয়া লুকাতে চায় ইহাতে যে কি সুখ পায় তাহা বল্‌তে পারি না;—কেবল যাতনা ভোগ ভিন্ন আর কিছুই লাভ হয় না। "মুনিণাঞ্চ মতিভ্রম",—যখন মুনিদিগের ভ্রম হয়, তখন সাধারণ মানবের পক্ষে ভ্রম অসম্ভব নহে কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে ভ্রম করিয়া তাহা জানিতে পারিয়াও তাহা সংশোধনের

সৃষ্টি হইয়া, স্ত্রী জাতি নিজে নিজে ঘৃণার পাত্রী হয়। স্ত্রী লোক শক্তি সম্ভূতা; সাধ্বী স্ত্রীলোক যদি শক্তি প্রকাশ করে, তাহা হইলে পুরুষের সাধ্য কি তাহার নিকট শক্তি প্রকাশ করে; এমন কি যম দাঁড়াইলেও থর থর করিয়া কাঁপিতে থাকে। স্ত্রী জাতি মনে করিলে তাহাদের সতীত্ব প্রভাবে মৃত স্বামীকে যমের হাত থেকে কাড়িয়া লইতে পারে। যদি "সাবিত্রী সত্যবান" ও "পতিনারায়ণ" এই প্রকারের পুস্তক ভাল রূপে পাঠ করিয়া স্ত্রী জাতি তদনুযায়ীক কার্য্য করে, তাহা হইলে নিজে নিজে শক্তি সম্ভূতা কি না, তাহা সহজেই বুঝিতে পারিবে। যাহারা নিজে শক্তি, তাহাদের সংসারের যাবতীয় লোক দুর্ব্বল হইয়া দুঃখ ভোগ করে কেন? এই সব কষ্ট দেখিয়া কাঙ্গালদাস দুঃখের সহিত কহিতেছে, হে ভদ্রমহিলাগণ! আর নিজেদের মধ্যে বদ্‌নাম্ রাখিবেন না, যে যাহার নিজের শক্তি কর্ম্মযোগ, জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগ এই তিনটির একটা আশ্রয় করিয়া ধর্ম্মপথে অগ্রসর হউন। এই কাঙ্গাল আপনাদের ছেলে;—ছেলের আবদার রাখুন, ছেলে আপনাদের হাতে পায়ে ধরে বোল্‌ছে যে,

করিবেন। এইরূপ সমস্ত স্ত্রীলোকের হৃদয়ে যখন শান্তিময়ের আবির্ভাব হইবে, তখন আপনাদের ত্যাগ করা দূরে থাকুক, বেদ ও পুরাণের নূতন সংস্করণে লিখিতে হইবে যে, কেবল কাঞ্চন ত্যাগ করিলেই যোগ-সাধন ও ভক্তি পথের পথিক হওয়া যায়। ইহা অপেক্ষা আপনাদের গৌরবের বিষয় আর কি হইতে পারে! কাঙ্গাল দাসের শেষ শিক্ষা এই যে মানবমাত্রেই (কি পুরুষ কি স্ত্রীলোক) সকলেই হৃদয়ে শান্তি আনিবার চেষ্টা করিবেন। ছেলে, কাঙ্গাল বলিয়া বোধ হয় তাহার কথাগুলি মায়েদের মনোরঞ্জন হইল না। এইবার দুচারিটা হরিনাম শুনাইয়া মায়েদের মন ঠাণ্ডা করিয়া দি।

ঝিঝিট যৎ।

তিলেক দাঁড়ারে শমন, একবার হরি বলে ডাকিরে।
বিপদ কালে মধুসুদন, আসে কি না আসে দেখিরে ॥
লয়ে যাবে সঙ্গে করে, সে জন্য ভাবনা কিরে ;—
তবে হরিনামের কবজ মালা, বৃথা গলায় ধরিরে ॥
পতিতগণে দিতে সাজা, আছ তুমি যমরাজা,
আমি পতিত নয়রে পতিত পাবন,
আমার হৃদয় মাঝে ঢাছেরে ॥

বাঁশীর গুণ আছে যত, পাপ মুখে আর বোল্‌বো কত,
যমুনা ব্রজাঙ্গনা, ও'লো শ্যামের সেবা দাসী ;—
যে শুনেছে সেই মজেছে আমরা শুধু বাকি আছি ॥

একদা রাখাল গণে, ধেনু লয়ে তাদের সনে,
যশোদায় বোল্‌লে গিয়ে সে "মা" মোদের
কানাই বাঁশি ॥

কানাইকে কোলে কোরে, স্নেহভরে বোল্লে জোরে,
গোপাল মাঠে যাবে নারে, নে যা তোদের
কাঠের বাঁশি ॥

রাখালগণ দুঃখ ভরে, বোল্‌লে মায়ের চরণ ধরে,
"শ্রীমুখের" রস বিনে মা, রাজেনাতো ঐ বাঁশি ॥
রাধা রাধা বলে বাঁশি, শ্রীরাধার মন হয় উদাসী,
কৃষ্ণ প্রেমে ডুবে রাধা, পড়লে গলায় প্রেমের ফাঁসি ॥
পশু পক্ষী বৃক্ষলতা, রাধা নামে কয় যে কথা,
ইচ্ছা করে বাঁশি হয়ে "শ্রীমুখেতে" লেগে থাকি ।

লীলাময়ের লীলাভূমি, বৃন্দাবনের সকল জমি,
তাপিত প্রাণ শীতল করি মেখে গিয়ে রজরাশি ।
শ্যামের চরণ ধোয়াই গিয়ে, নয়ন জলে দিবানিশি ;—